সুশাসন বার্তা

মানবাধিকার ও সুশাসন কর্মসুচির ঘরোয়া মাসিক বুলেটিন

৩য় বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা | Vol. 03, Issue 13

September, 2005 | ভাদ্র-আশ্বিন ১৪১২

কিয়ুং হাই লি'র স্মরণসভা

কৃষকের কাছে সরাসরি ভর্তুকি পৌছাতে হবে

কৃষকের কাছে সরাসরি ভর্তুকি পৌছে দেবার দাবি জানিয়ে কোরিয়ান কৃষক নেতা কিয়ুং হাই লি 'কে স্মরণ করলো বাংলাদেশ। ২০০৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মেক্সিকোর কানকুনে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সম্মেলন চলাকালে কিয়ুং হাই লি কৃষিখাতে ভতুর্কি প্রত্যাহারের প্রতিবাদে আত্মাহুতি দেন। লি ছিলেন কোরিয়ান কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি। মৃত্যুকালে তার হাতে লেখা ব্যানারে লেখা ছিল '' ডব্লিউটিও কিলস ফারমারস''। লি'র মৃত্যতে কানকুনে ডব্লিউটিও বিরোধিদের আন্দোলনে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। ব্যর্থ হয় কানকুন সম্মেলন।

গতকাল কিয়ুং হাই লি'র আত্মাহুতি দিবসের স্মরণে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) শাহবাগে জাতীয় যাদুঘরের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। সমাবেশে সবাই দাড়িয়ে ১মিনিট নিরবতা পালন করে কিয়ং হাই লি'কে সম্মান জানান।

সুপ্র প্রধান আমিনুর রসুল বাবুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সুপ্র'র যুগ্ম সম্পাদক এএইচএম বজলুর রহমান, কৃষক নেতা আব্দুল হক, কোস্ট ট্রাস্টের মনির আহমেদ শুভ্র, প্রদীপের নির্বাহি পরিচালক শাহদাত হোসেন চৌধুরী, কৃষানি সভার নেত্রী আনজুমান আরা, কৃষক ফেডারেশন নেতা আলতাফ হোসেন, জায়েদ ইকবাল খান, রিজিয়া বেগম প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বিশ্বের কৃষককে বহুজাতিক চক্রান্তের হাত থেকে বাঁচাতে কিয়ুং হাই লি'র স্বপ্ন বাস্ত বায়নের অঙ্গীকার করেন। তারা বলেন, ধনী দেশগুলোর প্রতিভু ডব্লিউটিও মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বহুজাতিক কোম্পানির বাজারে পরিণত করছে। বহুজতিক কোম্পানিগুলো উন্নয়নশীল দেশকে তাদের ডাম্পিং গ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর এ ধরণের অনৈতিক শর্ত আর মেনে নেয়া হবে না বলে সমাবেশে বক্তারা প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আমিনুর রসুল বাবুল বলেন, ডব্লিউটিও, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের চাপে বাংলাদেশ সরকার গত ৩ দশকে কৃষিতে ভর্তুকির পরিমান শূন্য দশমিক ১ শতাংশে নামিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে।
কিন্তু ভারতে কৃষিতে ৭ শতাংশ ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে। একদিকে ধনী দেশগুলো নিজেদের দেশে ভতুর্কির পরিমান বৃদ্ধি করছে অন্য দিকে দরিদ্র দেশগুলোকে ভর্তুকি প্রত্যাহার করতে বাধ্য করছে । এর ফলে বাংলাদেশে আমেরিকা, ইউরোপ বিশেষ করে ভারতের কৃষিপণ্যের বাজারে সয়লাব হয়ে গেছে। ভারত তাদের ডাম্পিং গ্রাউন্ড হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করছে। এর কারণে বাংলাদেশের কৃষক তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না।

এএইচ এম বজলুর রহমান বলেন, হাইব্রীড বীজ ও জিএম শষ্য প্রচলন করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিশ্বের কৃষকদের তাদের কাছে জিম্মি করে ফেলেছে। তাদের এ চক্রান্তে সহায়তা করছে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ। তারা এখন বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বেসরকারিখাতে ছেড়ে দিতে সরকারকে চাপ দিচ্ছে।

শোভাযাত্রা ও সমাবেশ

দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ার দাবিতে সাদা ''ফিতা দিবস'' পালিত

দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ার অঙ্গিকার পুরণের আহবান জানিয়ে ১১ সেপ্টেম্বর ০৫ শনিবার ঢাকাসহ ১৯টি জেলায় পালিত হলো দ্বিতীয় ''সাদা ফিতা দিবস''। ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে ধনী দেশগুলো অঙ্গিকার করলেও গত পাঁচ বছরে তার অগ্রগতি সামান্য। আসন্ন জাতিসংঘ শীর্ষ সম্মেলনে প্রতিশ্রুতি পালনে ধনী দেশগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করতে দেশে দ্বিতীয়বারের মতো পালিত হল ''সাদা ফিতা দিবস''।

দেড় শতাধিক এনজিওর সমন্বয়ে গঠিত পিপলস ফোরাম অন এমজিডি'র (পিএফএম) বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিকেলে শাহবাগ থেকে টিএসসি হয়ে শহীদ মিনারে যায়। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক, প্রশিকা, কর্মজীবি নারী, সুরভী, ইউসেপ বাংলাদেশ, মুক্ত শিশু ও নারী শ্রমিক ফেডারেশনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠন ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা।

পরে শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তারা বলেন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য পুরণে ধনী দেশগুলোর প্রতিশ্রুত সাহায্য (জাতীয় আয়ের ০.৭%) অবশ্যই দিতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের মাধ্যমে চাপ দিতে হবে। দাতাগোষ্ঠীর চাপে শ্রমিক, কৃষকদের স্বার্থ বিরোধি চুক্তি স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকার জন্য তারা সরকারের প্রতি আহবান জানান। এছাড়া ঢালাও বেসরকারীকরণ, নারীর প্রতি বৈষম্য, প্রশাসনিক দুর্নীতি ইত্যাদি রোধ করার জন্যও তারা দাবি জানান।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ পরিচালক তাসনিম আতহার,সাবেক সচিব আনম ইউসুফ, রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী কলিম শরাফী, চিত্রশিল্পী রফিকুন্নবী, সাউথ এশিয়া পার্টনারসিপের নির্বাহি পরিচালক সৈয়দ নুরুল আলম ও অন্যান্য জোট নেতারা।

জোট নেতারা যুদ্ধের ব্যয় কমিয়ে খাদ্য, বস্ত্র, নিরাপদ বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানান। বক্তারা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ধনী দেশগুলোর বাজেটের দশমিক সাত শতাংশ সাহায্য প্রদানের নিশ্চয়তা দাবি করেন। খুলনার সংগঠন রুপান্তরের লোকজ সাংস্কৃতিক সংগঠনের পটগানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

প্রশিক্ষণ

অধিকারভিত্তিক এপ্রোচ ও তার সমন্বিতকরণ

সুপ্র জেলাগুলোকে ৬টি ক্লাস্টারে ভাগ করে সারাদেশে ১৫-২৮ সেপ্টেম্বর ০৫ অধিকারভিত্তিক এপ্রোচ ও তার সমন্বিতকরণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে সিলেট, শরীয়তপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, চিটাগাং এই ৫টি ক্লাস্টারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। অক্টোবরের শেষে ময়মনসিং ক্লাস্টারের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে।

প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসেবে ছিলেন, সুপ্র সচিবালয় থেকে মামুন অর রশীদ, বাসন্তি সাহা, মোস্তফা কামাল আকন্দ, ও আয়োজক সংস্থার পক্ষে ইপসা'র হারুনুর রশীদ, এসপিওএসপি'র জসীম উদ্দিন জীবন,এসডিএস'র মুজিবর রহমান, কাম টু ওয়ার্ক র মতিউর রহমান পাবনা প্রগতি সংস্থার এম এ ছালাম ও স্ব-উন্নয়নের আরিফা বেগম।

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসুচির সাথে অধিকারভিত্তিক এপ্রোচ সমন্বয় করতে আগ্রহী এরকম সমমনা এনজিওদের নির্বাহি পরিচালক ও তাদের প্রতিনিধিরা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

মানবাধিকার ও সুশাসন কর্মকান্ডে ভূমিকা রাখার কৌশল নির্ধারণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জনসংগঠন তৈরি, তাদের ভেতর থেকে নেতৃত্ব তৈরি , আইনগত চাহিদা মধ্যস্থতা, সংগঠন তৈরি ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে যে সব সংগঠন কাজ করছে তাদের জন্য জরুরী হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশের অনেক বেসরকারী সংগঠন ইতিমধ্যে এসব কাজে সফলতা দেখিয়েছে। এই কাজকে আরও এগিয়ে নেয়া ও সহায়তার জন্য সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) মানুষের জন্য'র সহায়তায় " অধিকারভিত্তিক এপ্রোচ তার সমন্বিতকরণ" নামে একটি প্রশিক্ষণ মডিউলটি তৈরি করে।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল এই কোর্স সমাপনের পর অংশগ্রহণকারীগণ- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও বাংলাদেশের সংবিধান স্বীকৃত অধিকারসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন; একটি স্থানীয় সংগঠনে বিশেষকরে ক্ষুদ্রঋন কর্মসূচির সাথে অধিকারভিত্তিক এপ্রোচ কীভাবে সমন্বিত করা যাবে সে বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে পারবেন এবং; এই বিষয়ে নিজের ও অন্য সংগঠনের সহকমীদের প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন।

মিছিল ও সমাবেশ

জাতিসংঘের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সামিট নয়, দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়তে বিশ্ব নেতৃত্বের দৃঢ় অঙ্গীকার চাই

মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠানরত জাতিসংঘের ৬০তম সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক আলোচ্য বিষয় সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের এ পর্যন্ত অর্জন পর্যালোচনা এবং জাতিসংঘের সংস্কার প্রস্তাব হলেও মার্কিন রাষ্ট্রদুত জন বলটনের মতবিরোধ আর তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের উদাসীনতার কারণে বিশেষ করে এমডিজি বিষয়ে বলতে গেলে কোনো অগ্রগতি হয়নি। শেষ পর্যন্ত ৪৫ পৃষ্ঠার একটি আপোষী ঘোষণা প্রকাশ করা হলেও সেখানে কেবলই কথার ফুলঝুরি, কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গীকার সেখানে নেই। ১৫ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩:০০ টায় মুক্তাঙ্গানে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) আয়োজিত সমাবেশে সুপ্র নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল মুক্তাঙ্গান থেকে গুলিস্তান হয়ে আবার মুক্তাঙ্গানে এসে শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সুপ্র-র জাতীয় পরিষদের নির্বাহি সদস্য জসিম উদ্দিন জীবন, পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী নেতৃ ডুনাই প্রু নেলি, বাংলাদেশ কিষাণী সভার সাধারণ সম্পাদক রিজিয়া বেগম, কোস্ট ট্রাস্টের মনির আহমেদ শুভ্র, কৃষক ফেডারেশনের নেতা জায়েদ ইকবাল খান প্রমুখ।

সমাবেশে কিষাণী রিজিয়া বেগম বলেন, আমরা শুনেছি আমেরিকায় পৃথিবীর বড় বড় নেতারা নাকি দারিদ্র্য দুর করার জন্য সভা-সমাবেশ করছেন। কিন্তু আমরা চোখের সামনে দেখছি যে বিদেশি নেতারা আমাদের আদমজীসহ সব কল-কারখানা একে একে বন্ধ করে দিচ্ছেন। তাহলে এটি কেমন দারিদ্র্য বিমোচন? তিনি বলেন, কৃষকদের মেরে একটি দেশ কখনও উন্নত হতে পারে না, এই কথাটা কি আমাদের দেশের নেতা নেত্রীরা বোঝেন না?

সমাবেশে কোস্ট ট্রাস্টের সামাজিক ন্যায় বিচার বিভাগের সমন্বয়কারী মনির আহমেদ শুভ্র বলেন, এমডিজি প্রণয়নের সময় কথা ছিল উন্নত দেশগুলো তাদের জিএনপি-র ০.৭% উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে দরিদ্র দেশগুলোকে দেবে। কিন্তু এবার জাতিসংঘের সামিটে আমেরিকা জাপান সহ সে ব্যাপারে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে বা সময়সীমা বেঁধে দিতে অস্বীকার করেছে। এতে পরিষ্কার হয় এমডিজি অর্জন বা সত্যিই দারিদ্র্য দুর করতে তাদের কোনো সদিচ্ছা নেই।

সুপ্র-র জাতীয় পরিষদের নির্বাহি সদস্য জসিম উদ্দিন জীবন বলেন, যখনই তেলের দাম বাড়বে, তখনই অন্য সব জিনিসপত্রের দামও বাড়বে। ফলে দরিদ্র মানুষের পক্ষে ঐ বাড়তি দামে এমনকি জীবন ধারণকারী দ্রব্য কেনাও দুস্কর হয়ে পড়বে। দরিদ্র মানুষ ক্রমে আরো দরিদ্র হবে। দারিদ্র্য বিমোচন এখানে বাতুলতা মাত্র।

কৃষক নেতা জায়েদ ইকবাল খান বলেন, ডব্লিউটিও, বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য দাতাসংস্থাগুলো একমুখে দারিদ্র্য বিমোচনের মুখরোচক কথা বলে আর অন্যদিকে এদেশকে তথা দরিদ্র দেশগুলোকে বহুজাতিক কোম্পানির বাজারে পরিণত করার পাঁয়তারা করতে থাকে। তিনি বলেন, এমডিজি বাস্তবায়ন করতে হলে, দারিদ্র্য বিমোচন করতে হলে আমাদের রাজনীতিবিদদের আজ জনগণের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। তাদের এ বিষয়ে অঙ্গীকার করতে হবে।

সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নেত্রী ডিনাই প্রু নেলি বলেন, আমরা ভিন্ন জাতিসত্তা হলেও আমরাও বাংলাদেশেরই একটি অংশ। সারা পৃথিবীর দারিদ্র্য বিমোচনের আন্দোলনে আমরাও আমাদের দাবি উত্থাপন করতে চাই। সত্যিকার অর্থে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হলে সবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সুশাসন বার্তা, মানবাধিকার ও সুশাসন কর্মসূচি সংক্রান্ত মাসিক ঘরোয়া বুলেটিন, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) সচিবালয় বাড়ি # ৯/৪, সড়ক # ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ০১৭৪-০১৪২০৩, ফ্যাক্স : ৯১২৯৩৯৫, ইমেইল : <info@supro.org> ওয়েব : <www.supro.org>থেকে প্রকাশিত